নারী অধিকার
প্রশিক্ষণ মডিউল

স্বপ্ন

স্ট্রেংদেনিং উইমেন্স এবিলিটি ফর
প্রডাক্টিভ নিউ অপরচুনিটিস্ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

marico
make a difference

Sweden
Sverige

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

“স্বপ্ন প্রকল্পে” গ্রামীণ সরকারি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষনের সাথে জড়িত
মহিলা কর্মীদের জন্য প্রণীত–

নারী অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদকাল: ১ দিন।

প্রস্তুতকরণ ঃ
স্বপ্ন
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় ঃ
ইউএনডিপি বাংলাদেশ,
সুইডিস সিডা ও মারিকো বাংলাদেশ

সূচিপত্র:

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	অধিবেশন- ১ পরিচিতি পর্ব ও প্রশিক্ষণ উদ্বোধন	০১
২	অধিবেশন- ২ নারী / আমাদের অধিকার	০৩
৩	অধিবেশন- ৩ অধিকার সংরক্ষণে না বলতে শেখা	০৭
৪	অধিবেশন- ৪ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	০৮
৫	অধিবেশন-৫ কোর্স পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা	১১
৬	প্রশিক্ষন মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	৬

অধিবেশন- ১ পরিচিতি পর্ব ও প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ -
১। নিজেদের সাথে পরিচিতি লাভ করবেন
২। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: নিজ উপস্থাপনা ও আলোচনা

প্রশিক্ষণ উপকরণ : কলম, সাদা বোর্ড, পোষ্টার পেপার, মার্কার, উদ্দেশ্য লেখা পোষ্টার ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা ফ্লিপ চার্ট-১.১

পাঠ পরিচালনার নিয়মঃ

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি	সময় (মিনিট)
উদ্বোধন	উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়কে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করার জন্য আহবান করুন ।	১৫
পরিচিতি	এবার যে কোন একটি সহজ খেলার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের একে অপরের সাথে পরিচিত করান । প্রয়োজনে সহায়িকা-১-এর ৩ নং অনুচ্ছেদের সহযোগিতা নিন।	১৫
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	উদ্বোধন শেষে প্রশিক্ষক ১ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য গুলো (যা পূর্বেই পোষ্টার পেপারে লেখা থাকতে হবে) উপস্থাপন করবেন এবং তা অর্জনের জন্য সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করবেন। এজন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন কী কী নিয়ম সকলে মেনে চলবেন তা আলোচনা করে ঠিক করবেন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ নীতিমালা চার্ট (ফ্লিপ চার্ট -১.১) দেখিয়ে আলোচনা করুন ও কক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখুন।	১৫

সহায়িকা-১

পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য

১। নাম নথিভুক্তকরণ ও বসার ব্যবস্থাপনা: প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষণার্থীদের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে এবং আসন গ্রহণ করতে বলুন। বসার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই "U" আকৃতির করে রাখুন । সামনে কোন টেবিল থাকবে না, যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা একে অপরকে সামনা-সামনি ও সহজে দেখতে পায় এবং আপনি প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কাছে সহজে পৌঁছাতে পারেন-সেভাবে বসার ব্যবস্থা করুন।

২। উদ্বোধনী: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের / প্রতিনিধির বক্তব্যের পূর্বে বলুন: ইউনিয়ন পরিষদই হচ্ছে স্বপ্ন প্রকল্পের আসল বাস্তবায়নকারী সংস্থা। কারণ, ইউপি'র মাধ্যমেই এ প্রকল্পের সব কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। ইউপি'র চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব/বেগম ---------- (চেয়ারম্যানের নাম বলুন) আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। তিনিই আজ এ প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করবেন।

৩। পরিচিতি: যে কোন খেলার মাধ্যমে পরিচিতি করালে প্রশিক্ষণার্থীরা পরস্পরের কাছে সহজ হবেন এবং আলোচনা করার সময় স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন। তাইঃ

ক) জোড় পদ্ধতিতে ৫মিনিট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ দিতে পারেন। আলোচনা শেষে প্রতিটি জোড় দলের একজন অপরজনের পরিচয় করিয়ে দিবেন। পরিচয়ের সময় সাথীর গুণাবলি বর্ণনা করতে উৎসাহ দিবেন। অথবা,

খ) প্রশিক্ষণার্থীদের ৪-৫ দলে ভাগ করে দিতে পারেন। ছোট দলে বিভক্ত হবার পর প্রত্যেক দল একজন করে দলনেতা নির্বাচন করবেন এবং নিজেদের মধ্যে পরিচিতি হবেন (১০ মিনিট)। পরে দলনেতা তার দলের সদস্যদের বড়দলের সকল সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

সবশেষে কোন দলনেতা সবচেয়ে ভালভাবে নিজের দলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছেন তা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪। প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য:

- মহিলা শ্রমিকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের অধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন;
- অধিকার সংরক্ষণে না বলতে শিখবেন;
- প্রয়োজনে সেবা গ্রহণের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানে যাবেন তার নাম বলতে পারবেন।

৫। প্রশিক্ষণ নর্মস (নীতিমালা)

(ক) সময়মত প্রশিক্ষণে আসব ;
(খ) একজন কথা বলতে শুরু করলে তার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেহ কথা শুরু করব না;
(গ) প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর বাইরে আলোচনা করে সময় নষ্ট করব না ;
(ঘ) একে অন্যকে ছোট করার বা অপমান করার চেষ্টা করব না;
(ঙ) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরে কেউ যাব না;
(চ) মোবাইল ফোন বন্ধ/নীরব রাখবো।

অধিবেশন-২ নারী / আমাদের অধিকার

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ –
১। পরিবারে, সমাজে এবং সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে, ব্যাখ্যা করতে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারবেন

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্ন উত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়,

প্রশিক্ষণ উপকরণ : সাদাবোর্ড, ছবি, সাদাবোর্ড মার্কার, পোষ্টার পেপার

পাঠ পরিচালনার নিয়মঃ

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি	সময় (মিনিট)
আমাদের / নারীদের অধিকার	১ম ধাপ ঃ অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান। বলুন, আমরা এখন আমাদের / নারীদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। এবার প্রশ্ন করুন- আমরা ছোটবেলা থেকে অধিকার শব্দটি শুনে আসছি কিন্তু অধিকার শব্দটির মানে কী আমরা জানি? উত্তরগুলো শুনুন এবং বড় বড় করে বোর্ডে লিখুন। এবার দলের যে সদস্য পড়তে পারেন তাকে দিয়ে উত্তরগুলো পড়ান। যদি একজনও পড়তে না পারেন তবে নিজে তাদের উত্তরগুলো পড়ে শোনান। এবার দলের সকলকে বলুন ঃ আমরা এখন চোখ বুজে ২ মিনিটের মধ্যে ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনে খারাপ লাগার মত যে যে বিষয় ঘটেছে তা মনে করার চেষ্টা করব। ২ মিনিট পার হলে যে কোন একজনকে প্রশ্ন করুন-আপা, আপনি বলুন আপনার জীবনে বিয়ের আগে বাপের বাড়ীতে থাকাকালীন সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার ভাই বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যরা আপনার থেকে বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়েছে বলে মনে হয়েছে। উত্তরগুলো শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন। এবার বৈবাহিক জীবনে অধিকার বঞ্চিত হবার ঘটনা থাকলে তা বলতে বলুন। শুনুন ও বোর্ডে লিখুন। এবার বলুন আমাদের অনেকের জীবনের ঘটনাও হয়তো একই রকম। দু'একজন অংশগ্রহণকারীর উত্তর শুনুন। তাদের উত্তর শোনার পরে বলুন: অধিকার হচ্ছে নিজের মত করে কিছু পাওয়া, ভোগ করা, ব্যবহার করা, এবং প্রাপ্যসুযোগ নিজের প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগানো।	২০

প্রতিষ্ঠিত অধিকার	**ধাপ-২ ঃ** এবার প্রশ্ন করুন ঃ আমরা রাস্তায় কাজ করি ১৪ দিন পর পর মজুরী পাই। কিন্তু অন্য অনেক মহিলা আছে যারা হয়ত আমাদের মত গরিব, তারা কী ইচ্ছে করলেই রাস্তায় কাজ করতে পারে? আর নিজ উদ্যোগে কেউ কাজ করলেও কি ইউনিয়ন পরিষদ তাকে মজুরী দেবে? উত্তরগুলো শোনার পরে বলুন: হ্যাঁ, অন্য মহিলারা ইচ্ছে করলেই রাস্তায় কাজ করতে পারবে না। কারণ, তাদের সে অধিকার দেয়া হয়নি। আমরা রাস্তায় কাজ করি, কারণ ইউনিয়ন পরিষদ আমাদের রাস্তায় কাজ করার অনুমতি দিয়েছে / নিয়োগ দিয়েছে। আর এ নিয়োগের মাধ্যমেই আমাদের রাস্তায় কাজ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার বলুন: অধিকার অনেক সময় কেউ কাউকে দেয় আবার অনেক সময় তা অর্জন করতে হয়। যেমন, আমরা জন্মগ্রহনের সাথে সাথেই জন্মগতসুত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছি এবং এ দেশের নাগরিক হিসেবে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তা পাবার অধিকার জন্মেছে। আবার যদি পরিবারের কথা ধরি, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত সন্তানের খাদ্য, পোশাক, লেখাপড়া এবং নিরাপদ বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবার অধিকার জন্মায়। এছাড়াও পরিবারের অর্থসম্পদেও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে অংশীদারীত্ব পাবার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়।	২০

সংবিধানে নারী অধিকার	**ধাপ-৩ ঃ** সকলের সাথে আলোচনাকালে বলুন: আমাদের দেশের নেতারা যেভাবে দেশ চালান তার একটা নিয়ম-কানুন আছে। নির্বাচিত সরকার ইচ্ছে করলেই নিজের মত করে, নিজের ইচ্ছেমত কোন কাজ করতে পারে না। সব নিয়ম-কানুন আবার একটি বইতে লেখা আছে, যার নাম সংবিধান। প্রশ্ন করুন ঃ সংবিধানের কথা কি আমরা আগে শুনেছি? উত্তরগুলো শোনার পরে বলুন: যদিও পরিবারে, সমাজে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের, ছেলেদের থেকে আলাদা করে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধানে নারী এবং পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলেকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই মেয়েদেরকে দাবিয়ে রাখার সব ধরনের চেষ্টা করে থাকে। এবার বলুন ঃ সংবিধান একটি জাতির সর্বোচ্চ দলিল। জনগনের মৌলিক অধিকার ও সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপনের জন্য এসব সুযোগ সুবিধা সংবিধানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এসব সুযোগ-সুবিধা আমাদের সবার অর্থাৎ ছেলেদের এবং মেয়েদের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। মৌলিক অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুল ভিত্তি। প্রশ্ন করুন ঃ এসব বিষয় কী আমরা জানি? উত্তর শোনার পরে বলুনঃ সংবিধানের এসব কথা আমরা জানি না, কারণ, আমরা লেখাপড়া শিখতে পারিনি, স্কুল, কলেজ থেকে বড় বড় পাশ করতে পারিনি -তাই আজ আমাদের এ অবস্থা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, সরকারি-কর্মকর্তা / কর্মচারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কর্মরত মহিলারা আমাদের মত মানুষ। তারা শিক্ষিত, সচেতন এবং তাদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার প্রয়োগ করে এসব আসনে বসতে পেরেছে।	২০

সমান অধিকার	**ধাপ –৪** প্রশ্ন করুনঃ আমাদের মেয়েদের বা ছেলেদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা ঘটুক তা কি আমরা চাই? উত্তর শোনার পরে বলুন ঃ বাংলাদেশে মেয়ে এবং ছেলেদের অধিকার সমান। আমাদের আশে-পাশে যেসব সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে যেসব সুযোগ / সুবিধা দেয়া হয় সেখানে আমাদের সবার অধিকার সমান। যেমন ঃ সরকারি বা বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলে সব ছেলেমেয়ে বিনা বেতনে পড়তে পারে। এখন আমরা যদি আমাদের মেয়েদের স্কুলে না পাঠাই তাহলে তার অবস্থাও আমাদের মত হবে। এবার প্রশ্ন করুন ঃ আমাদের মেয়েদের কি আমরা স্কুলে পাঠাই ? উত্তর শোনার পরে বলুনঃ মেয়ে এবং ছেলেদের সমানভাবে লেখাপড়া না শেখাতে পারলে দেশ থেকে নিরক্ষরতা যাবে না। দেশ থেকে কু-শিক্ষা, অভাব, ধর্মের অপব্যাখ্যা দূর করা যাবে না। সংবিধান এবং বাংলাদেশের আইনে মেয়েদের এবং ছেলেদের সমান অধিকার দিয়েছে। তাই ছেলেরা মেয়েদের অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে না। প্রশ্ন করুন ঃ তাহলে আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী করতে পারি ? উত্তর শোনার পরে বলুন ঃ আমাদের প্রধান সমস্যা আমরা লিখতে পড়তে পারি না, কারও মুখের উপর "না" বলতে পারি না, নিজেদের হক আদায় করতে একত্রিত হতে পারি না। আমরা যদি এক থাকি এবং আমাদের অধিকার আদায়ে একসাথে কাজ করি তাহলে কিন্তু সহজেই তা করতে পারি। এবার আলোচনার সারসংক্ষেপ করে অধিবেশন শেষ করুন।	৩০

সহায়িকা -২

বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় নারী অধিকার:-

- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (ধারা- ১০)।
- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে (উপধারা -১৯ /১)।
- মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (উপধারা ১৯ /২)।
- সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান ও সকলে সমানভাবে আইনের আশ্রয় পাবে (ধারা- ৭)।
- ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী বা পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতিরাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (উপধারা ২৮/১)।
- রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে মেয়ে-ছেলের সমান অধিকার থাকবে (উপধারা ২৮/২)।
- ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী বা পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারনের বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিকের কোন অসমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না (উপধারা ২৮/৩)।
- মেয়ে বা শিশুর অনুকূলে কিংবা নাগরিকের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন রাষ্ট্র করতে পারবে।

অধিবেশন- ৩ অধিকার সংরক্ষণে না বলতে শেখা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ-
১। যেসব কাজ তাদের করা উচিত নয় তা বুঝতে ও জানতে পারবেন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন।

সময়: ১ ঘন্টা

পদ্ধতি: প্রশ্ন উত্তর ,আলোচনা ছবি প্রদর্শন।

প্রশিক্ষণ উপকরণ: সাদা বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, একজন মহিলার ছবি এবং গল্প।

পাঠ পরিচালনার নিয়মঃ

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি	সময় (মিনিট)
না' বলতে শেখা	অধিবেশনে সকলকে স্বাগত জানান। এবার বলনু আমরা এখন একটি গল্প শুনব। গল্পটি আমাদের মত একজন মহিলার এবং গল্পটি সত্য। সহায়িকা-৩ থেকে গল্পটি নিজের ভাষায় বলুন । এবার প্রশ্ন করুন ঃ আমরা কাজ করতে এসে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি কি না ? উত্তরগুলো শুনুন এরপর প্রশ্ন করুন এমন অবস্থায় পড়লে আমাদের কী করা উচিত? উত্তর শুনে বলুন ঃ আমরা সবাই দুঃস্থ এবং খেটে খাওয়া মহিলা। আমাদের এখন নিয়মিত রোজগার আছে এবং বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় আছে। এসব দেখে অনেকেই এখন আমাদের বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে, তাদেরকে আমাদের প্রত্যাখান করা উচিত। অত্যন্ত জোরালোভাবে না বলতে পারা উচিত।	৪০
বুঝে বা জেনে কোন কাজ করা	এবার প্রশ্ন করুন: যদি আমরা বিয়ে করি তাহলে আমাদের কী ক্ষতি হতে পারে?উত্তর শোনার পরে বলুন ঃ প্রথমত ঃ আমাদের কাজ চলে যেতে পারে। কারণ আমরা বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা এবং আমরা নিজেদের সংসার নিজেরা চালাই বলেই স্বপ্ন প্রকল্পে কাজ পেয়েছি। বিয়ে হবার পরে আমরা গর্ভবতী হয়ে যেতে পারি। গর্ভবতী হলে আমরা সঠিক নিয়মে কাজ করতে পারব না। তাই আমাদের কাজ থাকবে না। বিয়ের পরে নতুন স্বামী আমাদের আগের বাচ্চাদের ভালভাবে দেখবে না এবং তাদের উপর নির্যাতন করতে পারে। সঞ্চয়ের টাকা শেষ হবার পরে স্বামী বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। ভালভাবে জেনেশুনে বিয়ে না করলে অনেক ধরনের রোগব্যাধি হতে পারে। তাহলে আমাদের কি না বুঝে না জেনে কোন কাজ করা উচিত? উত্তর শোনার পরে আলোচনার সমাপ্তি টানুন। ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	২০

সহায়িকা-৩

নরসিংদী'র কুলসুমা বেওয়ার গল্প

নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম কচাকাঁটা। এ ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের রিওপা প্রকল্পের অধীনে কুলসুমা বেওয়া কাজ করতেন। কুলসুমা এবং তার দলের কাজ ছিল ঠিক আমাদের মত। কুলসুমার বয়স প্রায় ৩৫ । তার দুটি মেয়ে সন্তান ছিল। যাদের বয়স ৭ বছর এবং ৫ বছর। কুলসুমার স্বামী মারা যাবার পর রিওপা প্রকল্পে কাজ পাবার আগ পর্যন্ত সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। রাস্তার কাজ করে ধীরে ধীরে কুলসুমার সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এল। সে তার মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাল।

কয়েক মাস কাজ করার পরে কুলসুমা প্রথম একটি সমস্যায় পড়ল। একদিন রাস্তায় কাজ করার সময় কচাকাঁটা ইউপি চেয়ারম্যান এসে তাদেরকে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির ভিটাতে মাটি ফেলে উঁচু করার জন্য যেতে বলল। কুলসুমা জানত যে, রাস্তার কাজ ছাড়া কারও ব্যক্তিগত কাজ করার জন্য তাদের নিয়োগ দেয়া হয়নি। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বলল, 'চেয়ারম্যান সাহেব আমরা যখন কাজ পেয়েছিলাম তখন আপনার এবং আপাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে জেনেছি আমাদের কারও বাড়ীতে কাজ করার নিয়ম নেই'। চেয়ারম্যান তারপরও জোরাজুরি করতে লাগল এবং তার কথা না শুনলে কাজ থেকে বাদ দেবে বলেও হুমকি দিল। কুলসুমা এবং তার দল জোরালো প্রতিবাদ জানালে চেয়ারম্যান চলে গেল। চেয়ারম্যান এই দলকে বাদ দেবার চেষ্টা করেও তা করতে পারেনি কারণ, ইচ্ছে করলেই মহিলা শ্রমিকদের চেয়ারম্যান বাদ দিতে পারে না।

বেশ কয়েকমাস পরে কুলসুমা আবারও নতুন একটি বিপদের সম্মুখীন হল। গ্রামের জলিল বেপারী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। জলিল ব্যাপারী আগেও ২টি বিয়ে করেছে এবং তার বৌ আছে। জলিল ব্যাপারী তার বৌদের তালাক দিয়ে কুলসুমাকে বিয়ে করারও প্রস্তাব দিল। কুলসুমা জলিলের প্রস্তাবে রাজী হলো না। কারণ সে জানে জলিল কোন কাজ করে না। বৌদেরকে দিয়ে কাজ করায় এবং তাদের আয়ে চলে। জলিল অনেক চেষ্টা করেও কুলসুমাকে রাজী করাতে পারেনি। কারণ, কুলসুমা তার অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সে জানত কারও মত না থাকলে বিয়ে করা বা দেয়া যায় না।

কুলসুম জানত কোন অন্যায় কাজে "না" বলার অধিকার তার আছে। সে জানত জলিল ব্যাপারী শুধুমাত্র তার টাকা পয়সার জন্যই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সত্যিকার ভালবাসা বা শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নয়।

অধিবেশন-৪ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ –
১। প্রয়োজনে সেবা নেবার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানে যাবেন তা জানতে ও বলতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা

পদ্ধতি : প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

প্রশিক্ষণ উপকরণ: সাদা বোর্ড, মার্কার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছবি।

পাঠ পরিচালনার নিয়ম ঃ

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি	সময় (মিনিট)
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	একজনকে প্রশ্ন করুন আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের এলাকায় কোন কোন অফিস বা শাখা অফিস আছে। একজন সবগুলো বলতে না পারলে অন্য কাউকে প্রশ্ন করুন। উত্তরগুলো শোনার পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আস্তে আস্তে তুলে ধরুন। ১। ইউনিয়ন পরিষদ ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক ৩। কৃষি বিভাগ ৪। পশুপালন ও মৎস্য বিভাগ ৫। ব্যাংক ৬। উপজেলা পরিষদ ৭। থানা ৮। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইত্যাদি। প্রশ্ন করে প্রথমে তাদের অভিজ্ঞতা জানুন, পরে সহায়িকা-৪ এর সহযোগিতায় তথ্য প্রদান করুন। ইউনিয়ন পরিষদে কী কী সেবা পাওয়া যায়? এ পর্যন্ত কতবার ইউপি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেছেন? স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কী কী সেবা পেয়েছেন? আমাদের মধ্যে কে কে কৃষি কাজের সাথে জড়িত ? কার কার হাঁস-মুরগী বা গরুছাগল আছে ?	৬০

সহায়িকা-৪

ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ:

ইউপি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কৃষি কর্মকর্তার অফিস, পশুসম্পদ, মৎস্য কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাজে আমাদের যেতে হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ
ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে আমাদের সব থেকে কাছের প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহিলা মেম্বার সকলেই আমাদের ভোটে নির্বাচিত হয়। তারা আমাদেরই আশে পাশের মানুষ। আমাদের সুখে-দুঃখে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আমাদের পাশে দাঁড়ায়। ইউনিয়ন পরিষদের এলাকায় কর্মরত স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশু সম্পদ, মৎস্য এবং অন্যান্য সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজ কর্মের হিসেব নেবার দায়িত্ব। প্রাথমিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় কর্মরত এসব প্রতিষ্ঠান যাতে আমাদের সঠিকভাবে সেবা দেয় তা দেখারও দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের। পারিবারিক কলহ, ছোট-খাটো জমি-জমা নিয়ে বিবাদ, জন্ম-মৃত্যু, ট্যাক্স, ব্যবসার জন্য লাইসেন্স, কাজের জন্য খোঁজ-খবর, বিধবা ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রায় সব সেবাই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র লাইসেন্স পাবার ক্ষেত্রে এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ পেতে সরকারি নিয়মে কিছু ফি প্রদান করতে হয়।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকঃ
সরকার আমাদের হাতের নাগালে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে। অসুখ-বিসুখ, রোগ-ব্যাধি হলে আমরা যেতে পারি। অনেক সময় হয়ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধ থাকে না কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়া যায়।

আমরা যদি নিয়মিত আমাদের প্রয়োজনে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাই তবে সেখানে কর্মরত ডাক্তার বা অন্যান্য কর্মচারীগণ সঠিকভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হবে এবং বাধ্যও হবে। যদি প্রয়োজনের সময় ইউপি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তার বা সহকারীদের পাওয়া না যায় তবে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনে স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে এর প্রতিকার চাইতে পারি। আমাদের এলাকার সাংবাদিক ভাইদেরকে এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করতে অনুরোধ করতে পারি। তাবে নিজের অধিকার আদায় করতে অবশ্যই আমাদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।

কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পরামর্শ দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রনালয় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিয়োগ দিয়েছেন। তার ইউনিয়ন পরিষদের এলাকাতেই থাকার এবং ইউপি কমপ্লেক্স অফিস করার কথা।

পশুপালন ও মৎস্য বিভাগের সার্বক্ষনিক কোন কর্মকর্তা অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদে থাকেন না। তাদের সপ্তাহে অন্তত; ১ দিন প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে বসার এবং এলাকার জনগণকে সেবা দেবার কথা। পশুপালন কর্মকর্তার অফিস থেকে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদির রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের টীকা দেবারও কথা। এছাড়া রিওপা প্রকল্পের মৌলিক সেবা প্রদান থেকে বরাদ্দের আওতায় অনেক ইউনিয়ন পরিষদেই টীকা মজুদ করার জন্য "ফ্রিজ" কেনা হয়েছিল। যেসব ইউপিতে ফ্রিজ আছে সেখানে সহজেই সপ্তাহে বা ১৫ দিন পর পর টীকা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে শুধু আমরা না, আমাদের প্রতিবেশীরাও উপকৃত হবেন।

সরকার এসব কর্মকর্তাকে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিয়োগ দিয়েছেন। তারা অনেক সময় হয়ত আমাদের প্রয়োজন নাও বুঝতে পারেন। কিন্তু আমাদেরকেই তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তার কাছে থেকে আমাদের সেবা পাবার অধিকার কাজে লাগাতে হবে। তবে আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যেসব সেবা পাবার

জন্য সোচ্চার হই তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীগণও সাবধান হয়ে যাবেন। কারণে-অকারণে কর্মস্থলে ছেড়ে চলে যাবেন না।

আমরা অনেকেই হয়ত কোনদিন ব্যাংকে যাইনি। কারন আমাদের অনেকেরই ধারণা ব্যাংকে হিসাব খুলতে অনেক টাকা লাগে। তাছাড়া আমাদের হয়ত ব্যাংকে রাখার মত টাকাও অনেক সময় থাকেনা। সরকার বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাংক হিসাব খোলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাত্র ১০ টাকায় হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এ সুযোগ কাজে লাগানো। আমাদের মনে রাখতে হবে যদি ১০০ টাকাও আমরা জমাতে পারি তবে তা ঘরে না রেখে ব্যাংকে রাখা ভাল। কারণ ঘরে টাকা রাখলে চুরি হতে পারে বা হারিয়ে যেতে পারে। আর ব্যাংকে এ টাকা রাখলে চুরি বা হারিয়ে যাবার ভয় তো থাকেই না বরং বছর শেষে অল্প কিছু হলেও সুদ পাওয়া যেতে পারে। ব্যাংকের সাথে নিয়মিত লেনদেন করলে আমাদের ব্যবসা বা অন্য কোন জরুরী প্রয়োজনে ঋণের প্রয়োজন হলে তা পেতে পারি। আর ব্যাংক ঋণের সুদের হার মহাজনদের থেকে অনেক কম।

আপনারা জনেন আপনাদের প্রত্যেকেরই একটি সঞ্চয়ী হিসাব স্বপ্ন প্রকল্পের সহযোগিতায় খোলা হয়েছে। এ হিসাবে আপনাদের বোনাসের টাকা জমা থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বোনাসের টাকা তোলার পরেও আপনি ইচ্ছে করলে এ হিসেব পরিচালনা করতে পারেন এবং ব্যবসার টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারেন।

এবার প্রশ্ন করুন: আপনাদের মধ্যে কতজন বিপদে আপদে সাহায্যের জন্য বা অন্য কোন কারণে থানায় গিয়েছেন? উত্তর শোনার পরে বলুন: আমরা অনেকেই থানা বা পুলিশ সদস্যদের এড়িয়ে চলি। অনেকেরই ধারণা যে থানায় গেলে কোন সমস্যার সমাধান হয়না, বরং আরও বিপদে পড়তে হয়। এ ধারণা সঠিক নয়। বাড়ীতে চুরি, ডাকাতি, নারী নির্যাতন বা খুন-খারাবি হলে অবশ্যই থানায় জানাতে হবে এবং সাহায্যের জন্য আবেদন করতে হবে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ নারী, শিশু নির্যাতন, খুন, চুরি, ডাকাতির মামলা মীমাংসা করতে পারেনা। তাই কোন সমস্যা হলে অবশ্যই থানায় যেতে হবে। মনে রাখবেন, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে থানার সাহায্য নেবার অধিকার আপনার আছে।

অধিবেশন-৫ কোর্স পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ-
১। প্রশিক্ষণ থেকে কী কী শিখেছেন তা বলতে পারবেন
২। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত শিখণ তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৩০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্ন উত্তর, মুক্ত আলোচনা ও দলীয় অনুশীলন

প্রশিক্ষণ উপকরণ: কলম, সাদা বোর্ড, পোষ্টার পেপার, মার্কার ও কর্মপরিকল্পনার ছক

পাঠ পরিচালনার নিয়মঃ

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি	সময় (মিনিট)
প্রশিক্ষণ শিক্ষণীয় দিক সমূহ	প্রশিক্ষণে কী কী শিক্ষণীয় দিক আলোচনা করা হয়েছে যা বাস্তবে কাজে লাগানো যাবে তার একটি তালিকা সকলের সাথে আলোচনা করে ঠিক করুন ও মূল বিষয়গুলো পোষ্টারে লিখুন।	১০
কর্মপরিকল্পনা তৈরি	সকল প্রশিক্ষণার্থীদের ৪-৫ টি দলে ভাগ করতে সহযোগিতা করুন। বাস্তবে কাজে লাগানো যাবে (প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে) সকলের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে এমন একটি বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য অনুরোধ করুন। প্রতি দলকে একটি কর্মপরিকল্পনা ছক দিন ও দলীয় আলোচনা চলাকালীন দলকে সহযোগিতা করুন। (ছক সংযুক্ত) সবশেষে প্রতি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করুন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করুন।	২০

কর্মপরিকল্পনা ছক

পরিকল্পনাকারীর নাম: পরিকল্পনার তারিখ:

কাজের বিবরণ	সময় নির্ধারণ	মূল দায়িত্ব প্রাপ্তের নাম	সহযোগীর নাম

অধিবেশন-৬ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ-

১। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময়: ৩০ মিনিট
পদ্ধতি: আলোচনা ও ভোট প্রদান
প্রশিক্ষণ উপকরণ: বড় পোষ্টারে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ছক, ক্লিপ, সাদা বোর্ড ও বিভিন্ন রং এর টিপ

পরিচালনার নিয়ম

আলোচনার বিষয়	পদ্ধতি	সময় (মিনিট)
	ধাপ-১ প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন আমরা এখন ছোট একটি কাজ করব । আমরা সারা দিন একত্রে ছিলাম এবং একে অপরের কাছে থেকে অনেক কিছুই জেনেছি । এখন আমাদের সেগুলো কাজে লাগিয়ে দলকে শক্তিশালী করতে হবে । আমরা সারা দিন যে প্রশিক্ষণে এখানে ছিলাম তার একটা মূল্যায়ন বা প্রশিক্ষণ কেমন হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা এখন জানব । আমি সাদা বোর্ডের পিছনে একটি ছক মূল্যায়নের জন্য রেখেছি । আমরা একজন একজন করে বোর্ডের পিছনে যাব এবং আমাদের মতামত ভোটের মাধ্যমে দিব। এবার অংশগ্রহণকারীদের টিপের পাতা দিয়ে দিন এবং বলুন আপনারা যে ঘরে ভোট দিতে চান সে ঘরে একটি করে টিপ বসিয়ে দিয়ে আসবেন । মার্কার পেন দিয়ে (✓) টিক চিহ্ন দিয়েও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। মূল্যায়ন ফরমের নমুনাঃ খুব ভাল | ভাল | সন্তোষজনক ☺ | ☺ | ☹ মূল্যায়নের পরে যদি কোন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি থাকেন তবে তাদের বা প্রশিক্ষণার্থীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করুন।	৩০

SWAPNO

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities Project

Project Office:

Department of Public Health Engineering (DPHE) Bhaban

8th floor, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

www.swapno-bd.org **www.facebook.com/swapnoproject**